দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 03 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

হল দখলের নেপথ্যে

হলগুলোতে ভার্সিটি প্রশাসনের কোন অস্তিত্ব নেই, সবকিছুই চলে ক্যাডারদের নির্দেশে–

মোয়াজ্জেম হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন হল প্রশাসন বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। বছরের পর বছর সাধারণ ছাত্ররা জিম্মি হয়ে আছে 'ক্যাডার' নামের অস্ত্রধারী অছাত্রদের হাতে। মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়ম খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ। হলে সিট পেতে হলে ধরনা দিতে হয় ছাত্রনেতাদের কাছে, সিটের বরাদ্দ দেয় ক্যাডাররা। এমনকি হলের কর্মচারীরাও চলে ক্যাডারদের নির্দেশে। প্রভোস্ট এবং হাউজ টিউটরদের অবস্থা এখন ঠুঁটো জগন্নাথের মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ১৪টি আবাসিক হল রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ছাত্রী হল ছাড়া বাকি ১১টি হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আবাসিক

(১৫-এর পাতায় দেখুন)

হলগুলোতে

(প্রথম পাতার পর)

হলগুলোতে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকে। বর্তমানে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী হলগুলোতে অবস্থান করছে। তীব্র আবাসিক সঙ্কটের কারণে অনেক হলেই ছাত্রদের ডাবলিং-ট্রিপলিং করে থাকতে হয়। কিন্তু সিট নিয়ে এত সঙ্কটের পরও আর্মড ক্যাডাররা প্রতিটি হলে ডজন ডজন রুম দখল করে রাখে। এসব রুমে স্থায়ীভাবে বাস করে বহিরাগত অছাত্ররা। ক্যাডারদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্ররা ভয়ে কিছু বলে না, হল প্রশাসন অসহায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ছেলেদের ১১টি হলের কোনটিতেই মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়ম কার্যকর নেই। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসের উত্তর অংশের আবাসিক হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। মুহসীন, সূর্যসেন এবং জসীম উদ্‌দীন হলে এই সময়ের মধ্যে কখনই মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়ম কার্যকর করা যায়নি। বঙ্গবন্ধু এবং জিয়াউর রহমান হল নির্মিত হওয়ার পর প্রথম দিকে মেধার ভিত্তিতে কয়েক বছর সিট বণ্টন করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই দু'টি হলেও ছাত্রদলের একচেটিয়া দখলী স্বত্ব কায়েম হয়। অপরদিকে জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলও দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দখলে। এই দু'টি হলেও সিট বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতির বালাই নেই। এক সময় ক্যাম্পাসে সর্বাধিক সংখ্যক বহিরাগত অবস্থান করত জহুরুল হক হলে। এখনও সেখানে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি।

ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে দীর্ঘদিন মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়মটি চালু ছিল। এর পিছনে অন্যতম কারণ ছিল, এই হলে কখনই কোন ছাত্র সংগঠন তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কিন্তু '৯১ সালে ছাত্রলীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপ সলিমুল্লাহ হল দখল করে নেয়ার পর এখানেও সব নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে।

ক্যাম্পাসের কার্জন হল এলাকার ফজলুল হক হল এবং শহীদুল্লাহ হলেও গত কয়েক বছরে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এই দুটি হলেও এক সময় মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়ম কিছুটা কার্যকর ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর মফস্বল থেকে আসা ছাত্রদের সিট পাওয়ার জন্য প্রথমেই ধরনা দিতে হয় ছাত্রনেতাদের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের কর্মী রিক্রুটের জন্য এই সুযোগটিকে কাজে লাগায়। নতুন ছেলেদের সাধারণত একজন সিনিয়র ছাত্রের সঙ্গে ডাবলিং করতে হয়। তবে শর্ত থাকে যে, তাকে নিয়মিত ঐ ছাত্র সংগঠনের মিছিল-মিটিংয়ে থাকতে হবে। এভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সিটের জন্য একজন ছাত্রকে কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

হল প্রশাসন এখন মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়ম কার্যকর করতে না পারলেও ছাত্রদের কাছ থেকে সিট ভাড়া আদয়ের নিয়ম বহাল আছে। 'দখল যার সিট তার' এই নিয়মের ভিত্তিতে মুহসীন, সূর্যসেন, জসীম উদ্‌দীন, জিয়া, বঙ্গবন্ধু, জহুরুল হক, সলিমুল্লাহ এবং জগন্নাথ হলে অনেক সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে একজন ছাত্রকে কেবল হল কর্তৃপক্ষে কাছে গিয়ে বলতে হয় যে, আমি অমুক রুমে আছি। হল কর্তৃপক্ষ তখন তার নামে সিটটি লিখে দেন।

কয়েকটি হলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের নিয়মটি কাগজে-কলমে পালিত হয়। অর্থাৎ মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টন করে তালিকা টানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কোন ছাত্রের পক্ষেই তার নামে বরাদ্দকৃত সিটের দখল নেয়া সম্ভব হয় না। কারণ আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছে অন্য কোন ছাত্র। কেবল সিট বণ্টনের ক্ষেত্রেই যে অনিয়ম চলছে তা নয়, নানা দিক থেকেই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে চরম অরাজকতা চলছে। সব হলের গেস্টরুমে সর্বক্ষণিকভাবে ক্যাডারদের আড্ডা জমে। পাশে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে তারা হল পাহারা দেয়। ফলে হলের ছাত্রদের কাছে কোন অতিথি এলে তাদের নিয়ে গেস্ট রুমে বসার কোন সুযোগ নেই। টিভি রুমেও ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য। তাদের ইচ্ছামাফিক টিভির চ্যানেল ঘোরানো হয়, তাদের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে বাধ্য করা হয় ছাত্রদের। রিডিং রুমের পত্র-পত্রিকা চলে যায় ক্যাডারদের রুমে। ফলে সাধারণ ছাত্রদের সুযোগ হয় না কোন পত্র-পত্রিকা পড়ার। ডাইনিং হল এবং ক্যান্টিনে ক্যাডারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় উন্নতমানের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকে। এদের ফ্রী খাওয়াতে গিয়ে ক্যান্টিন ম্যানেজারদের লাভ থাকে না বললেই চলে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, জগন্নাথ হলের তিনটি ক্যান্টিনে ক্যাডারদের কাছে বাকির পরিমাণ প্রায় দুই লাখ টাকা।

সাধারণ ছাত্রদের দুর্ভোগের এখানেই শেষ নয়। ক্যাডারদের হাতে পড়ে ছাত্রদের কাছে আসা অনেক অতিথি নাজেহাল হয়েছেন। টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। মুহসীন হলে নাকি নিয়ম ছিল, সাধারণ ছাত্রদের হল গেটে বসে থাকা ক্যাডারদের সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে। সালাম না দেয়ার কারণে অনেক সাধারণ ছাত্রকে ক্যাডারদের হাতে অপদস্ত হতে হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাধারণ ছাত্র বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সবচেয়ে দুঃখজনক এবং গ্লানিময় স্মৃতি হচ্ছে, এক অছাত্র ক্যাডারের হাতে আমাকে বিনা দোষে মার খেতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে নারী ধর্ষণ এবং কলগার্ল নিয়ে আসার মতো জঘন্য অপরাধও সংঘটিত হয়েছে– জানালেন মুহসীন হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র। জানা গেছে, হলের ছাত্রদের কাছে কোন মহিলা অতিথি এলে তাদেরকে নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়।

সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন এমন এক হল প্রভোস্ট বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ছাড়া হলগুলোতে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা অসহায়। এখানে জঙ্গলের আইন চলছে, সভ্য মানুষের আইন এখানে কার্যকর নয়। এ কারণেই আমরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।